দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 SEP 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ৯ দফা দাবীতে ছাত্র দলের স্মারকলিপি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবসকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল শিক্ষা শেষে চাকরির নিশ্চয়তা, শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল, বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ ৯ দফা দাবীতে গতকাল শিক্ষামন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

১৭ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস উপলক্ষে গতকাল রাজধানীতে ছাত্র দলের উদ্যোগে এক বিশাল র‍্যালী বের হয় এবং র‍্যালী শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ছাত্র দলের স্মারকলিপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রদান করা হয়।

এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্র দল সভাপতি ফজলুল হক মিলন ও সাধারণ সম্পাদক ডাকসু এজিএস নাজিম উদ্দিন আলম বক্তব্য রাখেন। বক্তাদ্বয় বলেন, এ দেশের ছাত্র সমাজ সকল অনাচার-অনিয়মের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সৈনিকের মত সদা-জাগ্রত। '৬২ সালে শিক্ষা বিরোধী ষড়যন্ত্র এ দেশের ছাত্র সমাজ বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ করেছিল। ৯ বছর স্বৈরাচারী বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, ছাত্র সমাজের যৌক্তিক দাবীগুলো আজো উপেক্ষিত। বক্তাদ্বয় ছাত্র সমাজের মৌলিক দাবীগুলো মেনে নেয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান।

সমাবেশ শেষে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদানের লক্ষ্যে ছাত্র দলের এক বিশাল র‍্যালী ডাকসু ভবন থেকে শুরু হয়ে টিএসসি, দোয়েল চত্বর, প্রেস ক্লাব ঘুরে সচিবালয় গেটে শেষ হয়। পরে ছাত্র দল নেতৃবৃন্দ শিক্ষামন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করে।

স্মারকলিপিতে উত্থাপিত ৯ দফা দাবীনামা হচ্ছেঃ (১) অবিলম্বে বর্ধিত সার্টিফিকেট ফি প্রত্যাহার করতে হবে। (২) কোনক্রমেই ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করা চলবে না। (৩) ন্যায্যমূল্যে বই-পুস্তক, কাগজ, কলমসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। (৪) মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। (৫) শিক্ষা শেষে চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকারদের জন্য সুদবিহীন ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে স্বাবলম্বী হতে পারে। (৬) দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো বেশীসংখ্যক হোস্টেল, হল নির্মাণ করতে হবে। ডাইনিং-এ সাবসিডি বাড়াতে হবে। (৭) উৎপাদনমুখী ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী পাঠ্য-পুস্তক এবং কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ছাত্র বৃত্তি বর্তমানের চেয়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ করতে হবে। (৮) নতুন চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার মতো অযৌক্তিক শর্ত বাতিল করতে হবে। (৯) জরুরী ভিত্তিতে দেশে আরো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষাংগনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে অবিলম্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে।